হেরা পাহাড় ও তার গুহা

جبل حراء

< بنغالي >

সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধকারী সংস্থা

هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

অনুবাদক: মুহাম্মাদ আব্দুর রব আফফান

সম্পাদক: ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

ترجمة: محمد عبد الرب عفان

مراجعة: د/ أبو بكر محمد زكريا

হেরা পাহাড় ও তার গুহা

প্রথমত: পাহাড়টির পরিচয়:

মসজিদে হারাম থেকে পূর্ব-উত্তর কোণে ত্বায়েফ (সায়েল) রোডে মসজিদে হারাম হতে ৪ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। পার্শ্ববর্তী স্থান থেকে তার উচ্চতা ২৮১ মিটার, তার চূড়া উটের কুঁজের মতো এবং তার আয়তন হলো ৫ কিলোমিটার। তার কিবলার দিক বিস্তৃত ফাঁকা অংশ, যেখান থেকে মসজিদে হারাম দেখা যায়। গুহায় দৈর্ঘ্য প্রায় ৩ মিটার।[1]

দ্বিতীয়ত: এর হাকীকত বা রহস্য:

হেরা পাহাড়, সেই পাহাড় যেখানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্বে ইবাদতের জন্য নির্জনতা অবলম্বন করতেন। সেখানে জিবরীল আলাইহিস সালাম অবতরণ করেন এবং সে হেরা গুহায় সর্বপ্রথম অবতীর্ণ হয়। আল্লাহ তা'আলার বাণী:

﴿ٱقۡرَأۡ بِٱسۡمِ رَبِّكَ ٱلَّذِي خَلَقَ ١ خَلَقَ ٱلۡإِنسَٰنَ مِنۡ عَلَقٍ ٢ ٱقۡرَأۡ وَرَبُّكَ ٱلۡأَكۡرَمُ ٣ ٱلَّذِي عَلَّمَ بِٱلۡقَلَمِ ٤ عَلَّمَ ٱلۡإِنسَٰنَ مَا لَمۡ يَعۡلَمۡ ٥﴾ [العلق: ١، ٥]

"তুমি পড় তোমার সেই রব্বের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে রক্তপিণ্ড থেকে। পড় এবং তোমার রব্ব মহামহিমান্বিত, যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে (এমন জ্ঞান) যা সে জানতো না।" [সূরা আল-'আলাক, আয়াত: ১-৫]

উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, প্রথম দিকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অহী প্রাপ্ত হন নিদ্রাযোগে সঠিক স্বপ্নের মধ্যে। তিনি যে স্বপ্নই দেখতেন তা প্রত্যুষের আলো সদৃশ স্পষ্ট হয়ে দেখা দিত। অতঃপর তাঁর নিকট নির্জন ও নিঃসঙ্গ পরিবেশ পছন্দ হয়। কাজেই তিনি একাধারে কয়েক দিন পর্যন্ত নিজ পরিবারে অবস্থান না করে হেরা পর্বতের গুহায় নির্জন পরিবেশে আল্লাহর ইবাদতে মশগুল থাকেন। আর এই উদ্দেশ্যে তিনি প্রয়োজনীয় খাদ্যসমাগ্রী সাথে নিয়ে যেতেন। তারপর তিনি তাঁর জীবন সঙ্গিনী মহিয়সী বিবি খাদীজার নিকট ফিরে এসে আবার কয়েক দিনের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রী নিয়ে যেতেন। এভাবে হেরা গুহায় অবস্থানকালে তাঁর নিকট প্রকৃত সত্য (আল্লাহর অহী) সমাগত হয়। (আল্লাহর) ফিরিশতা জিবরীল আলাইহিস সালাম সেখানে আগমনপূর্বক তাঁকে বললেন, আপনি পড়ুন! রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমি বললাম, আমি তো পড়তে জানি না! তিনি বললেন, তখন আমাকে ফিরিশতা জিবরীল (আলাইহিস সালাম) জড়িয়ে ধরে এত কঠিনভাবে আলিঙ্গন করলেন যে তাতে আমি ভীষণ কষ্ট অনুভব করলাম। অতঃপর তিনি আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন, আপনি পড়ুন! তখন আমি পূর্বের ন্যায় বললাম, আমি তো পড়তে জানি না! তখন তিনি দ্বিতীয়বার আমাকে জড়িয়ে ধরে এত কঠিনভাবে আলিঙ্গন করলেন যে তাতে আমি ভীষণ কষ্ট অনুভব করলাম। তারপর তিনি আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন, আপনি পড়ুন! আমি পূর্বানুরূপ তখনও বললাম, আমিতো পড়তে জানি না। তখন তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরে তৃতীয়বার আলিঙ্গন করে ছেড়ে দিলেন। তারপর তিনি বললেন:

[1] দেখুন: আল জামে আল-লাতীফ পৃ: ২৯৯ ইত্যাদি গ্রন্থ।

﴿ ٱقۡرَأۡ بِٱسۡمِ رَبِّكَ ٱلَّذِي خَلَقَ ۝١ خَلَقَ ٱلۡإِنسَٰنَ مِنۡ عَلَقٍ ۝٢ ٱقۡرَأۡ وَرَبُّكَ ٱلۡأَكۡرَمُ ۝٣ ﴾ [العلق: ١، ٣]

"আপনি আপনার রব্বের নামে পড়ুন, যিনি সৃষ্টি করেছেন, সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট বাঁধা রক্ত হতে। আপনি পড়ুন ! আর আপনার রব্ব মহামহিমান্বিত! [সূরা আল-'আলাক, আয়াত: ১-৩][2]

এ সেই পাহাড় যাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন: "স্থির হও হে হেরা।"

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার হেরা পাহাড়ে অবস্থান করছেন এমন সময় পাহাড় নড়া-চড়া শুরু করে, তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: হে হেরা স্থির হও, তোমার উপর তো একজন নবী, এক সিদ্দীক ও শহীদ রয়েছেন" সে সময় তার উপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবু বকর, উমার, উসমান, আলী, ত্বালহা, যুবায়ের ও সা'দ ইবন আবী ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহুম উপস্থিত ছিলেন।[3]

এ হেরা পাহাড়ের চূড়ায় যে গুহা রয়েছে, অহী অবতীর্ণ হওয়ার পর, এমনকি মক্কা বিজয়ের পর, কিংবা নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর হজের সময় বা তাঁর কোনো সাহাবী কখনও আসা-যাওয়া করেছেন বলে কোনো দলীল-প্রমাণ নেই।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া বলেন: হেরা গুহায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবী হওয়ার পূর্বেই নির্জনতা গ্রহণ করত: ইবাদত করেন। অতঃপর আল্লাহ যখন তাঁকে নবুওয়াত ও রিসালাত দ্বারা সম্মানিত করলেন, সৃষ্টির ওপর তাঁর প্রতি ঈমান আনা, তাঁর অনুসরণ ও আনুগত্য ফরয করে দিলেন। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও যারা তাঁর প্রতি ঈমান আনেন সেই সর্বোত্তম সৃষ্টি মুহাজিরগণ মক্কায় বেশ কিছু বছর অবস্থান করেন; কিন্তু সে সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে বা তাঁর কোনো সাহাবী হেরা পাহাড়ে যান নি। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় হিজরত করেন ও চারবার উমরা করেন। অথচ সেগুলোর কোনোটিতে না রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, না তাঁর কোনো সাহাবী হেরা গুহায় আগমন করেন, না সেখানে তারা যিয়ারত করেন, না মক্কার পার্শ্ববর্তী কোনো স্থানের কোনো অংশ তাঁরা যিয়ারত করেন। অতএব, সেখানে মসজিদে হারাম, সাফা-মারওয়ার মধ্যবর্তী স্থান, মিনা, মুযদালিফা ও 'আরাফাত ব্যতীত আর কোনো স্থানে কোনো ধরণের ইবাদত নেই।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পরবর্তীতে খোলাফায়ে রাশেদীন ও অন্যান্য মহান উত্তরসূরীগণ অতিবাহিত হয়েছেন তারা হেরা গুহা বা এ ধরণের অন্য কোথাও সালাত বা দো'আর জন্য গমন করেন নি।

আর সর্বজনবিদিত যে, যদি তা শরী'আতসম্মত হত বা এমন মুস্তাহাব আমলের অন্তর্ভুক্ত হত যাতে আল্লাহ নেকী দিবেন তবে এ ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকল মানুষ অপেক্ষা বেশি জানতেন ও সাহাবীগণও এ সম্পর্কে জানতেন। আর সাহাবীগণ ছিলেন নেকীর কাজসমূহের ক্ষেত্র সর্বাধিক অবগত ও আগ্রহী। তা সত্ত্বেও যেহেতু তারা এ সবের কোনো কিছুর প্রতি ভ্রুক্ষেপ করেন নি, তাতে বুঝা যায় যে, এ পর্বত বা এ জাতীয় কোনো স্থানে গিয়ে ইবাদত করা হচ্ছে সেই সব নতুন নতুন আবিস্কৃত বিদ'আতসমূহের অন্তর্ভুক্ত; যেগুলোকে তারা কোনো ইবাদত, নৈকট্য অর্জনের উপায় বা অনুসরণযোগ্য গণ্য করতেন না। সুতরাং যে সেগুলোকে কোনো ইবাদত, নৈকট্য

[2] সহীহ বুখারী: ১/৩, মুসলিম: ১/৯৭ নং ৪২২।

[3] সহীহ মুসলিম: ৭/১২৮-৬৪০১।

অর্জনের উপায় বা অনুসরণযোগ্য গণ্য করল সে অবশ্যই তাদের হক পথের অনুসরণ পরিত্যাগ করে অন্য ভ্রান্ত পথের অনুসরণ করল এবং এমন নিয়ম-নীতি প্রবর্তন করল যার অনুমতি আল্লাহ প্রদান করেন নি।[4]

তৃতীয়ত: হেরা গুহায় কতিপয় হাজী দ্বারা যে সমস্ত বিদ'আত ও সুন্নাত বিরোধী কার্যকলাপ সংঘটিত হয়:

হেরা পাহাড়ে কোনো কোনো হাজী বেশ কিছু বিদ'আত ও সুন্নাত পরিপন্থী কার্যকলাপে পতিত হয়। আর তার কারণ হলো, এ পাহাড়ের পবিত্রতা ও ভিন্ন মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য আছে বলে তাদের ভ্রান্ত ধারণা, যার ভ্রান্ততা সম্পর্কে ইতোপূর্বে সতর্ক করা হয়েছে। হাজীগণ যেন এ সমস্ত বিদ'আত ও কুসংস্কারে পতিত হওয়া থেকে সতর্ক থাকে এজন্য নিম্নে তার কতিপয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হলো:

১। নেকীর উদ্দেশ্যে হেরা পাহাড় যিয়ারত করা, তার উপর আরোহণ ও তার পবিত্রতা ও ভিন্ন মর্যাদার বিশ্বাস পোষণ করা।

২. হেরা পাহাড়কে কিবলা করে উভয় হাত উঠিয়ে খুব করে দো'আ করা।

৩. সেখানে সালাত আদায় করা।

৪. তার উপর বিভিন্ন নাম বা অন্য কিছু লেখা-লেখি করা।

৫. সেখানে ত্বাওয়াফ করা।

৬. সেখানকার গাছ-পালা ও পাথর দ্বারা বরকত গ্রহণ ও সেগুলোতে নেকড়া, সূতা বাঁধা।

৭. বিভিন্ন ভ্রান্ত বিশ্বাসে যেমন, যেন বার বার সেখানে আগমন করতে পারে। অমুক ব্যক্তি হজ করতে পারে, রোগ-ব্যাধি মুক্ত হয়, সন্তান প্রসব হয় না এমন মহিলার যেন সন্তান প্রসব হয় ইত্যাদি বিশ্বাসে ম্যাসেজ, কবিতা, চিত্র, নেকড়া ইত্যাদি স্থাপন করা, পয়সা দেওয়া।

এ ধরণের বিদ'আত ও কুসংস্কার সেখানে ঘটে থাকে অথচ যে ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা কোনো দলীল অবতীর্ণ করেন নি।

সমাপ্ত

[4] দেখুন: ইকতিদ্বাউস সিরাতিল মুসতাকীম: ২/৩৩৩।